॥ জীবন পরিচয় ॥

॥ উস্তাদ আহমেদজান থিরকুয়া ॥

উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ শহরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক আহমেদজান থিরকুয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা উস্তাদ হুসেন বক্স খাঁ এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উস্তাদ মিঞাজান খাঁ সুপরিচিত সারেঙ্গীবাদক ছিলেন। উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ এবং উস্তাদ বসত খাঁ ছিলেন তাঁহার মাতুল। থিরকুয়া তাঁহার মাতুলদের নিকট তবলা শিক্ষা সুরু করেন। পরে মীরাটের প্রসিদ্ধ তবলাবাদক মুনীর খাঁর নিকট প্রায় পঁচিশ বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

শিক্ষা সমাপনের পর আহমেদজান পুনায় গন্ধর্ব নাটক কোম্পানীতে আট বৎসর চাকুরী করেন। তাহার পর রামপুর নবাবের দরবারে সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর সুনামের সহিত অতিবাহিত করেন। লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে তবলার প্রধান অধ্যাপকের পদে আট বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া তিনি ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু সঙ্গীত সম্মেলনে কলাকৌশল প্রদর্শন করিয়া আহমেদজান প্রভূত সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "আফ্‌তাব-এ-মৌসিকী" উপাধি দান করেন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাকে "পদ্মশ্রী" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে কানপুর সঙ্গীত ভারতী তাঁহাকে "সঙ্গীতমার্তণ্ড" উপাধিদানে সম্মানিত করেন। আহমেদজান তাঁহার শিল্পীজীবনে বহু স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক, অর্থ পুরস্কার এবং উপাধি লাভ করিয়া স্বীয় কৃতিত্বের প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। বিদেশী রাষ্ট্রের বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ভারত সফরে আসিলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহাদের উস্তাদ থিরকুয়ার তবলাবাদন শোনাইতেন। তাঁহার পারদর্শিতায় মুগ্ধ হইয়া আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানী, হাঙ্গেরী, রাশিয়া, চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ হইতে তাঁহাকে সেই সব দেশে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য বহুবার আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু নির্লোভ এবং স্বদেশাভিমানী থিরকুয়া কখনই বিদেশে যাইয়া বসবাস করিতে সম্মত হন নাই।

থিরকুয়া তাঁহার বাজনার অপূর্ব কৌশলে শ্রোতাগণকে যাদুকরের মতই চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারিতেন। এইজন্য তাঁহাকে "সঙ্গীত যাদুকর" বলা হইত। বাল্যকাল হইতেই তবলা বাজাইবার সময় তাঁহার হাতের গুণে এক বিশেষ প্রকার

IND CamScanner App

ধ্বনি উৎপন্ন হইত। তবলার পরিভাষায় এই ধ্বনিকে বলা হয় 'থিরকু'। এইজন্য উস্তাদ আবদুল আজিজ খাঁ তাঁহাকে 'থিরকুয়া' উপাধি দান করেন। তদবধি তিনি আহমেদজান থিরকুয়া নামে পরিচিত হন।

উস্তাদ থিরকুয়ার বাজনায় দিল্লী ঘরাণার ছাপই বেশী। তবে তিনি তাহার সহিত ফরুখাবাদ এবং অপরাপর ঘরাণার মিশ্রণে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি সৃষ্টি করিতে পারিতেন। তাঁহার হাতের থাপের 'তা' প্রয়োগে তাঁহার স্বাতন্ত্র ধরা পড়িত। বাঁয়া ও তবলায় সমান প্রাধান্য দিতেন বলিয়া তাঁহার বাজনা শ্রুতিমধুর হইত। চাঁটির প্রয়োগমাধুর্যে তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট শিল্পী। তবলা লহরায় তাঁহার গত, পেশকার, কায়দা, টুকরা, পরণ, চক্রদার পরিবেশনগুণে আসরের সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত। সাথসঙ্গত লয় এর লড়াইয়ে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। উস্তাদ আহমেদজান থিরকুয়ার শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহার তিন পুত্র নবিজান, আলিজান ও মহম্মদজান এবং লখ্‌নৌ এর রৌশন লায়ল ও উস্তাদ মেহবুব খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী লক্ষ্ণৌতে এই প্রতিভাবান শিল্পীর দেহাবসান হয়।

॥ উস্তাদ মসীত খাঁ ॥

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ শহরে ফরুখাবাদ ঘরাণার শিল্পী উস্তাদ নন্নে খাঁর পুত্র মসীত খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। উস্তাদ নন্নে খাঁ রামপুর নবাব দরবারে তবলাবাদক ছিলেন। মসীত খাঁ তাঁহার পিতার নিকট হইতেই শিক্ষালাভ করেন ও ফরুখাবাদ ঘরানার কৃতি শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। মসীত খাঁ খুবই শ্রমশীল ছিলেন। শিক্ষার্থী জীবনে তিনি প্রতিদিন প্রায় ষোল-সতেরো ঘণ্টা রেয়াজ করিতেন।

এলাহাবাদের এক সঙ্গীত সম্মেলনে এক বিশেষ পরিস্থিতিতে মসীত খাঁ সর্বপ্রথম সঙ্গীতরসিক সমাজের সপ্রশংস স্বীকৃতি লাভ করেন। সেই আসরে ফুলঝুরি নামে প্রসিদ্ধ তবলাবাদকের অনুষ্ঠানের পর যখন আর কেহ আসরে বাজাইতে সাহস পাইতেছিলেন না তখন তরুণ মসীত খাঁ সেই আসরে তবলা বাজাইয়া উপস্থিত সকলকে চমৎকৃত করেন। স্বয়ং ফুলঝুরি তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। হাতের ও বোলের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ও লয়বৈচিত্র্যে মসীত খাঁ পারদর্শী ছিলেন। বাজনার কায়দা উদ্ভাবনে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। তাঁহার উদ্ভাবিত "মাদারী কা ..." সকলকে বিশেষ আনন্দ দিত। তাঁহার কলাসিদ্ধির স্বীকৃতি হিসাবে ঝঙ্কার এডুকেশন বোর্ড তাঁহাকে "ডক্টর অব মিউজিক" উপাধিদানে সম্মানিত করেন।

IND CamScanner App

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মসীত খাঁ রামপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র উস্তাদ কেরামতউল্লা খাঁ, রাইচাঁদ বড়াল, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, মুন্নে খাঁ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

IND CamScanner App